পরবর্তী

BANGLADARSHAN.COM

অজিত দত্ত

নোঙর

পাড়ি দিতে দূর সিন্ধুপারে
নোঙর গিয়েছে প'ড়ে তটের কিনারে।
সারারাত মিছে দাঁড় টানি,
মিছে দাঁড় টানি।

জোয়ারের ঢেউগুলি ফুলে ফুলে ওঠে,
এ-তরীতে মাথা ঠুকে সমুদ্রের দিকে তারা ছোটে।
তারপর ভাঁটার শোষণ
স্রোতের প্রবল প্রাণ করে আহরণ।
জোয়ার-ভাঁটায় বাঁধা এ-তটের কাছে
আমার বাণিজ্য-তরী বাঁধা পড়ে আছে।

যতই না দাঁড় টানি, যতই মাস্তুলে বাঁধি পাল,
নোঙরের কাছি বাঁধা তবু এ-নৌকা চিরকাল।
নিস্তব্ধ মুহূর্তগুলি সাগরগর্জনে ওঠে কেঁপে,
স্রোতের বিদ্রূপ শুনি প্রতিবার দাঁড়ের নিক্ষেপে।
যতই তারার দিকে চেয়ে করি দিকের নিশানা
ততই বিরামহীন এই দাঁড় টানা।

তরী ভরা পণ্য নিয়ে পাড়ি দিতে সপ্তসিন্ধুপারে,
নোঙর কখন জানি প'ড়ে গেছে তটের কিনারে।
সারারাত তবু দাঁড় টানি,
তবু দাঁড় টানি॥

BANGLADARSHAN.COM

রবি-প্রণাম

আলো, দীপ্ত আলো আনো, ছিন্ন করো কৃষ্ণ আচ্ছাদন
দৃষ্টির সম্মুখ হতে, মুক্ত করো আত্মা-প্রাণ-মন
তমসা বিদীর্ণ ক'রে।—এ-প্রার্থনা জাগে নিত্যকাল
বিশ্বমানবের কণ্ঠে। তাই কভু জ্যোতির মশাল
প্রাণের আগুনে জ্বেলে নেমে আসে মাটির ধরায়
কোনো দীপ্ত মানবাত্মা—মেঘাচ্ছন্ন শর্বরীসীমায়
যেন সূর্যোদয়। তার আলো আসে নভোতল ছেয়ে
দেবতার আশীর্বাদরূপে, আর সে-প্রেরণা পেয়ে
জাগে তৃণ, জাগে পৃথ্বী, স্বপ্ন ভেঙে জাগে নির্ঝরিণী;
ঘুম-ভাঙানিয়া সেই আত্মার ভাস্বর রূপ চিনি।

আমরা দেখেছি তারে নবজাত সুপর্ণের মতো
তমো হতে জ্যোতির্লোকে, মৃত্যু হতে অমৃতে সতত
জীবনেরে নিয়ে যেতে, মানুষেরে জানাতে আহ্বান,
শোনাতে-সম্মুখপথে চিরদিন এগোবার গান।
হতাশার দৈন্যেরে সে ছিন্ন করে, মুক্ত করে ভয়,
নির্জীব প্রসুপ্ত প্রাণে নিয়ে আসে বলিষ্ঠ প্রত্যয়।
গগনে তপন সম, তথাপি সে হৃদয়ের কাছে,
সমুদ্রপর্বত তারে রুধিল না, তবুও সে আছে।
সেই সূর্যপ্রভ দীপ্ত প্রতিভার গাঢ় অনুরাগে
রূপে-রসে-গন্ধে-স্পর্শে এ-জীবনে নব স্বাদ জাগে।
সব মানুষের সাথে হৃদয়ে হৃদয়ে সেতু বাঁধি,
আলোর প্রলয়-স্রোতে তমিস্রার নিশ্চিহ্ন সমাধি।

এত যে বেসেছি ভালো এই পৃথিবীর ফুল, পাখি,
বিষণ্ণ শ্রাবণ আর ঝঞ্ঝামত্ত উদ্দাম বৈশাখী,
এত যে মাটির মায়া, এমন যে নভোচারী মন,
সবি এক উৎস হতে প্রাণরস করে আহরণ।
যত দূরে, দিগন্তের যত দিকে দু' চোখ ফেরাই

BANGLADARSHAN.COM

সূর্য তার দীপ্তি হতে কারেও বঞ্চিত করে নাই।
জগতেরে জীবনেরে সে-আলো দিয়েছে সত্য দাম,
যুগান্তের তন্দ্রাহরা জ্যোতির্ময় সূর্যেরে প্রণাম॥

BANGLADARSHAN.COM

যে-লোকটা

যে-লোকটা বলেছিল, ‘এদিকে গেলেই
পাবে ঠিক পথের নিশানা’–
নিজেই সে দেখি পথে পথে ঘুরে মরে
সব পথকানা।
কত গলিঘুঁজি ঘুরে বর্ষায় রোদ্দুরে,
সব দ্বার, সব জানালায় চিহ্ন রেখে,
ভেবেছে সে, একদিন জলে ভিজে
রোদে তেতে পুড়ে
নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নেবে
ঘুরে-মরা থেকে।

এখন ঘুমের ক্লান্তি পায়ে তার
শিকলের মতো,
তাপে ও তৃষ্ণায় তার দুটি চোখ
যেন পোড়া মাটি,
এখন সে সারাদিন খুঁজে ফেরে
গলিঘুঁজি যত,
কিছুতে পায় না খুঁজে নিজেরি
ঘরের ঠিকানাটি।

যে-লোকটা বলেছিল,
‘দেখেছি অনেক,
অনেক জেনেছি, জানি, বলে দিই
যার দরকার।’
এখন নিজেই দেখি নিয়েছে সে
ভিখিরির ভেক,
কেবলি শুধায়, ‘জানো, আমি কার?
আমি কোথাকার?’

BANGLADARSHAN.COM

অতন্দ্র

ঘুমন্ত শিবিরদ্বারে ত্রিশূলী প্রহরী অকস্মাৎ
তীব্র কণ্ঠে ডাক দিল 'জাগো!' মুহূর্তেকে স্বপ্ন টুটে
চোখে চোখে অগ্নি জ্বলে ওঠে; দুই কিণাঙ্কিত হাত
দৃঢ়তায় মুষ্টি বাঁধে; জড়তার শয্যা ছেড়ে উঠে
সহস্র শিবির হতে লক্ষ কণ্ঠে আকাশ কাঁপিয়ে
সাড়া জাগে 'ভারতের আত্মা জেগে আছে, হে বিধাতা'

আহা রাত্রি শান্তিময়! আসে নিদ্রা নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে,
মানুষের চোখ-প্রাণ ধুয়ে মুছে দিতে–যেন মাতা
সন্তানের অন্তরের সব গ্লানি মুছে দিতে চায়।
নিদ্রা তো অপাপ–প্রীতি প্রেম আর বন্ধুতার সুখে
চেতনার অবলুপ্তি। সেই সুপ্তি শ্বাপদের প্রায়
যে-দুর্বৃত্ত কলঙ্কিত করে, নিদ্রিতের মুক্ত বুকে
যে আসে বিঁধতে ছুরি, প্রীতিরে যে করে অপমান,
মনুষ্যত্বে পতিত সে; হোক বলী হোক ভয়াবহ
হোক সে বিশাল, তবু বড় জোর দস্যুর সমান,
যে-ক্ষত সে করে সে তো বক্ষে নয়, হৃদয়ে দুঃসহ।
বিশ্বাসে সে অস্ত্র হানে, বন্ধুতে সে আনে কৃতঘ্নতা,
শান্তিকে সে দগ্ধ করে ধ্বংসের ঘৃণিত অগ্নি জ্বেলে,
মাতা করে পুত্রহীন, গৃহ ভাঙে, মত্ত পশু যথা,
মূর্খতায় চেষ্টা করে মানুষ বানাতে ছাঁচে ফেলে।

এদিকে শিবিরদ্বারে হাঁক দেয় ত্রিশূলী প্রহরী–
'জাগো!' তৎক্ষণাৎ লক্ষ কোটি চোখে অগ্নি জ্বলে ওঠে,
যুগে যুগে দস্যুরূপে হানা দেয় মানুষের অরি
যুগে যুগে ভারতাত্মা সাড়া দেয় বাহুর আস্ফোটে।
সর্বকালে জেগে ওঠে এ-ভারত মিথ্যার আঘাতে,
পূর্ণতেজে বক্ষে বাঁধে দুর্ভেদ্য কবচ, হাতে নেয়
তীক্ষ্ণ খড়্গ ধনুঃশর। মাহেন্দ্র সে যুগের প্রভাতে
'ভারত জাগ্রত আছি' সম্মিলিত কণ্ঠে সাড়া দেয়॥

BANGLADARSHAN.COM

রাত্রির তপস্যা

মানুষ কি আলো খোঁজে?
না, আলোই মানুষকে খুঁজে বেড়ায়?

অন্ধকার গুহার মধ্যে যোগাসনে বসে ধ্যান করি।
উর্বশী-মেনকা সেখানে আসতে পারে,
কিন্তু সূর্যের আলো আসা অসম্ভব।
কারণ, অন্ধকার গুহায় না বসলে
তপস্যা জমে কই?
আর, তপস্যা না হলে
সিদ্ধিলাভই বা হয় কেমন ক'রে?

আলো তার অসংখ্য বাহু চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে
অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে।
যদি দৈবাৎ ক'টা মানুষকে মুঠোর মধ্যে পায়
তবে তার মহা সৌভাগ্য।
রাক্ষসের মত বিশ্বব্যাপী ব্যাদিত মুখে
সকল মানুষকে সে আচ্ছন্ন ক'রে দিতে চায়,
গ্রাস ক'রে নিতে চায়,
বিলীন ক'রে দিতে চায়।
কিন্তু তুমি আর আমি–
আমরা জানি যে,
আলোর সেই সত্তালোপকারী কবলে
আমরা আজও ধরা দিই নি,
ধরা দিই নি॥

BANGLADARSHAN.COM

পৃথিবী

আমি উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনেছি,
এই পৃথিবী আমার।

এই পৃথিবীর মাটি জল আর পাথর,
হিংসা আর ভালবাসা,
দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর ভয়,
সব সমেত এই পৃথিবীর জন্য
আমি যথেষ্ট দাম দিয়েছি,
খুব চড়া দাম দিয়েছি,
কত বড় দাম দিয়েছি
তা তোমরা জান না।

পৃথিবী আমার ক্রীতদাসী,
পৃথিবী আমার ভোগসঙ্গিনী,
পৃথিবী আমার নিত্যকিংকরী,
একে নিয়ে আমি যা খুশি তাই করতে পারি

কারণ, পৃথিবীকে আমি কিনেছি,
আমি অনেক দাম দিয়ে কিনেছি,
কত বেশি দাম দিয়েছি,
কত বড় দাম দিয়েছি
তা তোমরা জান না॥

BANGLADARSHAN.COM

চৌকাঠ

এই চৌকাঠ পেরুলেই ঘন অরণ্য
শ্বাপদকুলের শরণ্য।

বীণাকণ্ঠিনী, কণ্ঠ তোমার কোন্ পর্দায় ওঠে?
ঘোর অরণ্যগর্জন তাতে চাপা পড়ে না তো মোটে।
ওখানে ভীষণ দংষ্ট্রার সারি অহরহ প্রস্তুত,
ক্ষণেক ভোলাবে তাদের এমন নেশা জানো অদ্ভুত?
তোমার প্রণয় এমনি হাল্‌কা, থামে না বুকের কাঁপা,
অত উজ্জ্বল আলো কই যাতে তমিস্রা পড়ে চাপা?
যত চুম্বন আলিঙ্গনের মোহজাল পাতো কন্যে,
জানি চৌকাঠ পেরুলেই ছিঁড়ে শতধা করবে বন্যে।

দণ্ডের নেশা পলেই ফতুর এমনি তোমার জাদু!
আমার রক্তে যে-স্বাদ, তোমার প্রেম কই তত স্বাদু?
দিগন্ত-ছোঁয়া কান্তার-মাঝে বিলাস-লীলার হর্ম্য,
সমুখে ত্রিশূল উদ্যত, বুকে প্রণয়লিপির বর্ম!
প্রেমাশ্রু-সাথে মদের মেশালে নেশা জমে বটে বেশ,
তবু সে-নেশার বহ্নিশিখাটি এক ফুঁয়ে নিঃশেষ!
যতই মায়ার নীলাঞ্জনের কালো চোখে ডাকো কন্যে,
জানি চৌকাঠ পেরুলেই ছিঁড়ে শতধা করবে বন্যে॥

সেপ্টেম্বর ১৯৬১

BANGLADARSHAN.COM

বাজপাখি

হঠাৎ কোন্ মহাশূন্য থেকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে
কঠিন অব্যর্থ নৃশংস ঠোঁটে
অসহায় দুর্বল পাখির ছানাটাকে
মুহূর্তে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাজপাখিটা।
তারপর ঊর্ধ্বে, আরো ঊর্ধ্বে উঠে
মেঘরাজ্যে দৃষ্টির সীমানায় ভেসে গেল,
যেন একটা কালো চাঁদের ফালি।

ছোট পাখিটার উষ্ণরক্ত ওর রক্তে মিশে গেল,
তার প্রাণ ওর ডানাদুটিতে দিল বলিষ্ঠ গতি,
ওর নখর আরো একটু তীক্ষ্ণ হল।
আবার ও পৃথিবীতে নেমে আসবে
তাজা রক্তের পিপাসায়।

BANGLADARSHAN.COM

কী সুন্দর বাজপাখিটা ভেসে যাচ্ছে দ্যাখো!
ওর দেহে পৃথিবীর উষ্ণ রক্ত
ওর মাথায় স্বর্গের আশীর্বাদ,
ওর ডানায় বায়ুলোকের অনাহত বীণা বাজছে॥

সেপ্টেম্বর ১৯৬২

পল্বল

আমিও তো আকাশ ছিলাম–
নীলোজ্জ্বল স্বচ্ছ মুক্ত কাকলী-মুখর অবিরাম।
আমিও তো কোনো একদিন
বিস্তারে ঔদার্যে হর্ষে দীপ্ত অমলিন
পৃথিবী আবৃত ক'রে রেখেছি এ-হৃদয়ের তলে।
তারপর অকস্মাৎ কী খেয়ালে, কোন্ কৌতূহলে,
মেঘে মেঘে ঢেকে দিয়ে পরিপূর্ণ বক্ষের প্রসার
ডেকে এনে কেশঘন নিবিড় আঁধার
একটি তারাকে আমি ফোটালাম সমস্ত আকাশে,
একটি আলোর রেখা জ্বালালাম হৃদয়ের পাশে।
তারপর কী করে জানে কে
তারাটা হারিয়ে গেছে মেঘে আজো বুক আছে ঢেকে।

BANGLADARSHAN.COM

আমিও তো ছিলাম উদ্দাম মহানদী।
উদ্বেল থেকে অতলান্ত সমুদ্র অবধি
প্রসারে তৃপ্তিতে সুখে সম্পূর্ণ ছিলাম।
তারপর কী খেয়ালে একগুচ্ছ ফুল ফোটালাম
নতুন মাটিতে এক চর পেতে। সে চর কখন
দিগন্ত-বিস্তৃত হল, হল এক সীমাহীন বন।
সে অরণ্যে আজ আর নেই ফুলফল,
ঊর্মিহীন গতিহারা নদী আজ সংকীর্ণ পল্বল॥

১৯৬০

দুটি প্রেমের কবিতা

১

জীবনে তোমাকে পেলাম না,
মৃত্যুতেও তোমাকে পেলাম না,
তবু আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছুই পাই নি।

তুমি নদীর মত চঞ্চল নয় যে
জীবনে তোমাকে পাব,
তুমি পাথরের মত স্তব্ধ নয় যে
মৃত্যুতে তোমাকে পাব,
তুমি গোধূলির ছায়াচ্ছন্ন ম্লান আকাশ,
সেখানে আলোছায়ার লীলা নেই।

তাই তোমাকে পাবার জন্য
আমি জীবনকে ত্যাগ করেছি,
আর তোমাকে পাবার জন্য
আমি মৃত্যুকেও করেছি পরিহার।
জীবন-মৃত্যুর মধ্যদেশে দাঁড়িয়ে,
তোমার অচেতন দেহ কাঁধে নিয়ে
আমি শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছি আর ঘুরে বেড়াচ্ছি॥

BANGLADARSHAN.COM

২

তুমি কি সেই গল্পটা পড়েছ?
যেখানে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে
হীরে মুক্তো সোনা মাণিক্য খুব ভালবাসত বলে
কোন এক পরীর শাপে
সোনার প্রতিমা হয়ে গেল?
তার দাঁতগুলো হল মুক্তোয় গড়া,
তার চোখ হল দুটি কালো হীরের টুকরো,
তার অঙ্গ হল সোনার প্রতিমা;
সমস্ত পৃথিবীতে সে-ই হল শ্রেষ্ঠ সুন্দরী।
শুধু তার প্রাণ আর মন,

প্রেম আর আত্মা,
আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন,
নিরেট পাথরের মত স্তব্ধ মৃত্যুতে
বিলীন হয়ে গেল।

আমি তোমাকে অনুরোধ করছি,
আমি তোমাকে মিনতি করছি,
তুমি সেই অপরূপ সুন্দরী মেয়েটির মতো
আমার কাছে এসে বল–
আমাকে হীরে মুক্তো মাণিক্য দাও,
সোনা চুনি পান্না দাও,
আমাকে বিশ্বের সম্পদ দাও
কেননা আমি ঐশ্বর্য ভালবাসি।

তুমি যদি আমাকে একথা বল,
যদি একান্ত মনে বল,
যদি প্রাণ দিয়ে বল,–
তবে সেই পরীর মতন জাদুমন্ত্রে
আমি তোমাকে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্যে
মণ্ডিত করে দেব।
তোমার প্রাণ যদি না থাকে
তবু তোমার অঙ্গ হবে সোনার,
তোমার কামনা যদি না থাকে
তবু তোমার চোখে থাকবে হীরের ধার,
তোমার মন যদি না থাকে
তবু তোমার হাসিতে রাশি রাশি মুক্তো ঝরবে,
আর, কখনো তোমার চুনির ঠোঁট থেকে
সে হাসি মিলিয়ে যাবে না।
কখনো নিববে না তোমার চোখের জ্বালা।
কারণ তখন তুমি অমর হবে।

কারণ তখন তুমি অমর হবে॥
ডিসেম্বর ১৩৬১

BANGLADARSHAN.COM

কালো পাহাড়

এই অন্ধকারে এসো না।
এ-অন্ধকার পাথরের মতো কঠিন।
অনেক আলোতে অবগাহন করে,
অনেক বর্ণের স্রোতে সাঁতার কেটে
তবেই আমি এই অন্ধকারে পৌঁছুতে পেরেছি।

এ-অন্ধকারে এসো না;
কারণ, এ-অন্ধকারের বায়ু তোমার নাসিকার ঘ্রাণ কেড়ে নেব,
তুমি ফুলের সৌরভ পাবে না।
এ-অন্ধকারের বর্ষণ তোমার মুখের স্বাদ ধুয়ে দেবে,
শুধু তৃষ্ণা ছাড়া তোমার জিহ্বায় আর কিছুই থাকবে না।
তুমি দেখবে মহাশূন্যে নিশ্ছিদ্র মেঘের মতো স্তম্ভিত কৃষ্ণতা।
তুমি যা ছুঁড়ে চাইবে দেখবে তুমি তার নাগাল পাও না।
এ-অন্ধকারে এসো না।
অনেক সোনালি রোদ সাঁতরে আমি
এই নিষ্ঠুর কালো পাহাড়ে এসে পৌঁছেছি।

BANGLADARSHAN.COM

তবু, তবু, যদি তুমি কোনোদিন এখানে আসো,
যদি এসে পৌঁছও,
তবে হয়তো তুমি দেখবে যে,
এই নিষ্ঠুর অন্ধকার, এই প্রবঞ্চক অন্ধকার,
তোমার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে
একটুখানি করুণা, একটু সান্ত্বনার কণা।

যদি তুমি কান পেতে থাকো,
যদি তুমি অনেক বিনিদ্র রাত্রি স্তব্ধ হয়ে থাকো,
তবে, হয়তো শুনতে পাবে একটা ক্ষীণ সুর,
একটা দূরাগত গানের অস্পষ্ট শেষ কলি।

আর তখন, শুধু তখনই তুমি
এই নিষ্ঠুর অন্ধকারকে ভালবাসবে।

কেবল তখনই তোমার মনে হবে,
অজস্র রোদের সোনালি স্রোত ঠেলে
এতদূরে ভেসে আসা তোমার সার্থক হল॥

আশ্বিন ১৩৭০

BANGLADARSHAN.COM

দুঃখ

দুঃখ নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখব,
দুঃখ নিয়ে আমি একটা জগৎ সৃষ্টি করব,
দুঃখ সৃষ্টি ক'রে আমি স্রষ্টা হব,
কারণ দুঃখ সৃষ্টি করা সহজ।

তুমিও কি পার না স্রষ্টা হতে?
তুমিও কি বৈজ্ঞানিক কিংবা নেতা হয়ে,
মন্ত্রী কিংবা সেনাপতি হয়ে,
নায়ক কিংবা প্রতিনায়ক হয়ে,
অজস্র দুঃখ সৃষ্টি করতে পার না?

মানুষের মন আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা,
মানুষের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত রুধিরাক্ত করা,
মানুষের জীবন হতাশায় নিরাশায় ক্লিষ্ট করা
কত সহজ যদি জানো,
তবে তুমি সুমহৎ ট্র্যাজেডির স্রষ্টা হতে পার,
তবে তুমি সেক্সপীয়রের সমান হতে পার,
তবে তুমি ভগবানের সমান॥

কার্তিক, ১৩৭০

BANGLADARSHAN.COM

গান্ধীজি

সূর্যের পরিধি যদি নয়নের ছোট পরিমাপে
বিচার করেছি কোনোদিন,
আজ জানি, এই প্রাণ এ-চেতনা যে উত্তাপে বাঁচে
সকলি সে-সবিতার ঋণ।
দুর্বল মুহূর্তে কোনো যুক্তি কিংবা বুদ্ধির প্রয়াসে
যদি তাঁরে গিয়ে থাকি ছুঁতে,
বুদ্ধির উদ্বাহু আজ সেথা হতে ব্যর্থ হয়ে আসে
বিস্তৃত যা জীবনে মৃত্যুতে।

পশ্চাতের দৃষ্টি আজ সম্মুখ দিগন্তে খোঁজে পথ,
ভুলে যাই তর্কের জিজ্ঞাসা,
মূর্ছায় নীরব কণ্ঠে শুনি যেন বাঁচার শপথ
জীবনের একমাত্র ভাষা,
যে-জাদুতে ভোর হয়, মাঠে ফলে সোনার ফসল
সে-জাদুর উৎস খুঁজে দেখি,
দুর্বার আত্মার সৃষ্টি-প্রেরণাই সেখানে সম্বল,
সেই-সত্য, আর সবি মেকি।

আকাশের মতো আজ পরিব্যাপ্ত সর্বসত্তাময়
তর্কাতীত যে সত্য চেতনা,
হীনতার সংকোচেরে দূর করে যে আত্মপ্রত্যয়
সবি এক স্রষ্টার রচনা।
প্রাণের সারথিরূপে জানি যারে—নিরস্ত্র অজেয়,
দুর্বোধ্য তথাপি প্রিয়তম,
জীবনে জীবনরূপী, অমৃত যা জীবনাতীতেও
চিরন্তন সে আত্মারে নমো॥

১৯৪৮-৪৯?

BANGLADARSHAN.COM

রবীন্দ্রনাথ

অশ্রু-আঁখি দুঃখময়ী জননী মলিনা শ্যাম মাটি
আমি ভালোবাসি—এই কথা বলে, স্বর্ণ ডানা মেলে
ঊর্ধ্বলোকে গিয়েছে সে। মর্মমাঝে সৌরবহ্নি জ্বেলে
দুঃখের দহনে পুড়ে নিজে, তবু আলোর শিখাটি
আমাদের অন্ধকার পথে রেখে, চলে গেছে দূরে
সীমা আর অসীমের সাগর-সঙ্গমে। পৃথিবীর
রূপাঞ্জন আমাদের চোখে মেখে দিয়ে সুগভীর
স্নেহভরে, বেঁধেছে সে মনোবীণা শাশ্বতের সুরে।

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম। জীবনের সৌন্দর্যে বিভোর,
তবু মৃত্যু-অতিক্রান্ত অনন্ত আনন্দ তার বুকে।
হৃদয়ের সারথি সে, বিধাতার শঙ্খ তুলে মুখে
চূর্ণ করে দিয়েছে সে যৌবনের সুষুপ্তির ঘোর।
তারপর, 'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়' এই কথা বলে
অন্য কোথা চলে গেছে, কিংবা আজো যায় নি সে চলে॥

BANGLADARSHAN.COM

৩রা বৈশাখ, ১৩৭০

হার

আমি মৃত্যুকে জয় করেছি,
কিন্তু জীবনের কাছে হেরে গেলাম।

কালো পাথরের মতো অন্ধকার কল্পনার আড়াল থেকে
মৃত্যু বারে বারে হুংকার দিয়ে বলেছে ‘অয়মহং ভো।’
বলেছে, ‘আমি মৃত্যু, আমাকে ভয় কর।’
বলেছে, ‘আমি বীভৎস, আমি বিভীষিকা।’
বলেছে, ‘তুমি পরাজয়ে অবনত হও।’
কিন্তু আমি তখন আমার প্রেয়সী জীবনের থেকে
অভিমানভরে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম।
মৃত্যুকে বলেছিলাম, ‘এসো এসো, আমাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ কর।’
বলেছিলাম, ‘তোমার কালো পর্দার আড়ালে
আমাকে বিশ্রামের আশ্রয় দাও।’

BANGLADARSHAN.COM

কিন্তু মৃত্যু সেদিন আমার সম্মুখীন হয়নি,
আমাকে আলিঙ্গন করেনি,
আমার সঙ্গে সংগ্রামও করেনি,
শুধু আপন পরাজয়ের লজ্জায়
কুয়াশার মতো নিজেকে অপসৃত করে নিয়েছে।

আর জীবন!
তার পায়ে যতবার আমি প্রেম নিবেদন করেছি,
ততবার সে আমাকে দিয়েছে বিদ্রূপের কশাঘাত।
যতবার আমি তাকে সংগ্রামে আহ্বান করেছি,
ততবার সে আমার কণ্ঠলগ্না হয়ে বলেছে,
‘আমি ছাড়া তোমার যে আর কিছুই নেই।’
আমি প্রেমের মালা দিয়ে জীবনকে বাঁধতে পারিনি,
তীক্ষ্ণ বাণ দিয়ে তাকে বিঁধতে পারিনি,
কাতর অনুনয়ে তার করুণা পাইনি;
কারণ, আহত ক্লান্ত শৃঙ্খলিত
আমি জীবনের কাছে হেরে গেছি॥

অভিনায়িকা

নায়িকার ভূমিকায় তোমাকে মানায় ভারি ভালো,
হাজার পাওয়ার পাদপ্রদীপেতে তুমি জ্যোতির্ময়ী।
সত্য-মিথ্যা দুই রূপে মিলে একাধারে তুমি দ্বয়ী,
তোমার হাসি ও কান্না জোর ক'রে আনাতে জোরালো,
কত যে মধুর কথা মুগ্ধ দর্শকের কানে ঢালো,
কত যে নিরীহ হয়ে অনায়াসে হও দিগ্বিজয়ী,
যারা নিত্য দেখে তারা হাড়ে-হাড়ে জানে সেটা অয়ি,
শুধু চোখে শাদা-সিধে, মনশ্চক্ষে তুমি জমকালো।

আমি আছি দর্শকের ভূমিকায় অন্ধকার কোণে,
যদিও এদিকে তুমি চোখ ফেলে দেখ না আমাকে,
তুমি দেখ তোমাকেই, আর দেখ সাম্রাজ্য তোমার।
অভিনয় শেষ হলে প্রেক্ষাঘর হবে অন্ধকার,
আমি হেসে পথে নেমে চলে যাব সংসারের ডাকে,
তোমার সাম্রাজ্য হতে বহু দূরে চির-নির্বাসনে॥

BANGLADARSHAN.COM

জলের লেখন

আমাদের ইতিহাস লেখা হয় জলের রেখায়
রক্তের অক্ষরে মুছে যায়।

কত যুগ যুগান্তের বিবর্তনে গড়ে তোলা মন,
কত তার সমারোহ, রূপে রসে কত আবর্তন,
একদিন মানুষের ইতিহাস-রথচক্রতলে
শেষ চিহ্নটুকু তার চূর্ণ হয়ে উড়ে যাবে চলে।
দুর্গম কান্তার-মরু পার হয়ে কাছাকাছি আসা–
তখনি রক্তাক্ত বানে অকস্মাৎ নিরুদ্দেশে ভাসা।
তাই কাব্যে লেখা যত মনের পাণ্ডুর ইতিহাস
মনে হয় চিরন্তন নিষ্ফল প্রয়াস।

আমন্ত্রণ শব্দমন্ত্র জপ করে দুর্বল হৃদয়,
তীব্র বিতাড়ন মন্ত্রে দ্রুত তার নিশ্চিত বিলয়।
যত ছন্দ যত গান যত কাছে ডাকা,
সকলি সজল দিনে জলের রেখায় যেন আঁকা।
মানুষ সান্নিধ্য খোঁজে, এ কল্পনা সুখস্বপ্ন মতো,
রক্ত তাজা রক্ত চায়, এই সত্য পার্থিব শাশ্বত॥

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥